ইভিনিং শিফট চালু থেকে বিরত থাকুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন একের পর এক চমক সৃষ্টি করে চলেছে। তার মধ্যে রয়েছে তাদের ভাষায় 'অসামাজিক কার্যকলাপ' বন্ধ করার জন্য পুলিশের হাতে ক্ষমতা প্রদান, টিএসসিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা। এ তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইভিনিং শিফট' চালু। এ নিয়ে খোদ শিক্ষকদের মধ্যেই শুরু হয়েছে জমজমাট বিতর্ক। কেউ বলছেন। 'ব্যবসা' আবার কেউ এটাকে মহতি উদ্যোগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমি বলতে চাই, ইভিনিং শিফট চালু থেকে বিরত থাকুন। বর্তমান ছাত্রছাত্রী নিয়েই প্রশাসন হিমশিম খাচ্ছে তার ওপর ইভিনিং শিফট চালুর যৌক্তিকতা কোথায়? হলের বাথরুমগুলোর দরজা নেই, টিভি রুমে চেয়ার থাকে না, ক্যান্টিনের খাবারের মান যাচ্ছেতাই। পরিবহন ব্যবস্থার কথা বলাই বাহুল্য। শিক্ষকরা যারা ইভিনিং শিফট চালুর পক্ষে বলছেন তাদের সবার কথার মূল সুর টাকা আয়। তাদের ভেতর কেউ বলছেন, টাকার জন্য যারা বাইরে কাজ করতেন, তারা এখন ইভিনিং শিফটে ক্লাস নিয়ে টাকা আয় করবেন। তাহলে কথা দাঁড়াল কি? বাইরের কাজের সময়টুকু তারা এখন ইভিনিং শিফটে দেবেন। আমরা বর্তমান ছাত্ররা সেই আগের অবস্থায়ই থেকে গেলাম। আমাদের বিজনেস স্টাডিজের ডিন সাহেবকে অতি উৎসাহী বলে মনে হচ্ছে। বিনা বাধায় তিনি সান্ধ্যকালীন এক্সিকিউটিভ এমবিএ চালু করতে পারা এর কারণ। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা যন্ত্রবৎ হয়ে গেছে। তারা এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি বলে কার্যকর আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ক্লাসরুম সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। ক্লাস করতে রুম পাওয়া এখন দায়। পরীক্ষার হল পাওয়া তো সোনার হরিণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি ব্যাচের পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত কলাভবনে নেয়া হচ্ছে। ইভিনিং শিফটের ছাত্রদের বেতন ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৫শ' টাকা মাত্র। বেতন দিয়ে কারা এখানে পড়বে, তা আগে থেকেই প্রশাসন ঠিক করে রেখেছে। তারা জানেন, ৩ হাজার ৫শ' টাকা বেতন দিয়ে পড়ার সামর্থ বাংলাদেশের কম লোকেরই আছে। এজন্য প্রতি বিষয়ে ৩০ থেকে ৪০টি সিট রাখা হয়েছে। শিক্ষা ক্রমশ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমাদের শিক্ষকরা প্রায়ই বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ৫ হাজার/১০ হাজার টাকা বেতন নিয়ে পড়ায়, তোমরা সেখানে বেতন দাও মাত্র ২০ টাকা। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এক কথা নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুনাফা লাভের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। আপনারাও কি মুনাফা চান? কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক সেমিনারে বলা হয়েছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ শিক্ষা ও গবেষণা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হয় না বললেই চলে। ইভিনিং শিফট চালু হলে উচ্চশিক্ষার দ্বার সবার জন্য খুলবে না। কতিপয় পুঁজিপতির হাতে চলে যাবে শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে। তাই আমাদের আবেদন ইভিনিং শিফট চালু করা থেকে বিরত থাকুন।

কামাল, লাবু
৪৫৫, মুহসীন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

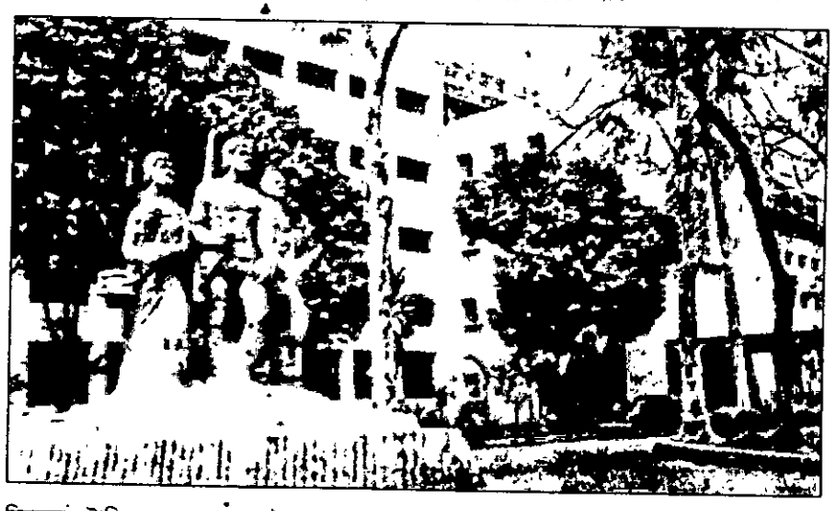

২য় শিফট খুলবেন না

আলোচনা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় শিফট খোলার। বলব, এ পদক্ষেপ যেন আলোচনার মধ্যেই শেষ হয়। কেননা, ২য় শিফট খোলা হলে শিক্ষার যে অবশিষ্ট মানটুকু আছে, তাও আর থাকবে না। ক্লাস, পরীক্ষা, ফল প্রকাশ সব ক্ষেত্রেই দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা। শিক্ষার মান আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ছাড়া আর কিছুই হবে না। যদিও বলা হচ্ছে, ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্যদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু মাসে ৩ হাজার ৫০০ টাকা বেতনে ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্যদেরও ক'জন ভর্তি হতে পারবে, তাও এক বিরাট প্রশ্ন। এই ক্ষেত্রে সাধারণ ও গরিবরা বৈষম্যের শিকার হবে। তাছাড়া রাতের বেলায় ক্লাস হলে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও ঝুঁকিপূর্ণ থেকে যাবে। এমতাবস্থায় কোনও সচেতন নাগরিক ২য় শিফট চালু সমর্থন করতে পারে না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, দ্বিতীয় শিফট চালু হতে বিরত থেকে শিক্ষার ধারাবাহিকতা ও মানোন্নয়নে পদক্ষেপ নিন। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত ও মনোভাবকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মোঃ হান্নান
৪১৫, জসীমউদ্‌দীন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

MAR 28 2002